পরিশিষ্ট

শিক্ষকবৃন্দের প্রতি

বর্তমানে বাংলাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা নানারকম অস্থিরতা এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক এবং ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষা থেকে সম্প্রতি বাংলাদেশে অভূতপূর্ব এক জাগরণ সংঘটিত হয়েছে। এ জাগরণে শিক্ষার্থীরা সীমাহীন ত্যাগ ও অপরিমেয় দুঃখকষ্ট বরণ করেছে। কিন্তু অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে দেখা যাচ্ছে এবং সেখানে নানাভাবে জড়িয়ে পড়ছে আমাদের শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীরা সুন্দর ও শুভ এর প্রতীক। শিক্ষার্থীদের জন্মগত শুভ আকাঙ্ক্ষা, অপরিমেয় মেধা, সৃজনশীলতা এবং অফুরন্ত সামর্থ্য তাদের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবনকে অভাবনীয় উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন সমাজ জীবনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ভূমিকা, সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত, সহযোগিতামূলক অংশগ্রহণ, দয়ার্দ্র আচরণ, সৃজনশীল কার্যক্রম যা একটি দরদি সমাজ তৈরি করতে অসাধারণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সেকারণে শ্রেণিকক্ষে এবং বিদ্যালয়ে এমন কিছু কার্যক্রম এবং অনুশীলন প্রয়োজন যা তাদের হৃদয়কে উৎফুল্ল রাখে, কল্পনাকে উচ্চকিত করে, চিন্তাকে সুসংগঠিত করে, দৃষ্টিভঙ্গিকে সহযোগিতামূলক করে, মনোভাবকে ইতিবাচক করে এবং আচরণকে পরিশীলিত ও সহনশীল করে। বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই কার্যক্রম ও অনুশীলন বিশেষভাবে প্রয়োজন।

এ লক্ষ্যে পাঠ্যবইয়ের যে সকল পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা সমাজে সকল ভিন্নতা সত্ত্বেও একত্রে শান্তিপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ বসবাসের কৌশল ও মূল্যবোধ (Art and Values of living together) নিজের আচরণে রোপিত এবং বর্ধিত করতে পারে তা বার বার চর্চার মধ্যদিয়ে তাদের সুস্থ-স্বাভাবিক রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যেতে পারে। সহজ ও আনন্দদায়ক বই, মহৎ মানুষের জীবনী পাঠ ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের মানসিক সুস্থতা আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে শ্রেণিশিক্ষকের সর্বোচ্চ সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনশীলতা এবং সুদূরপ্রসারী চিন্তার প্রতিফলন কাম্য।

সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীর কাছে আজ এই বার্তা দেওয়া জরুরি যে, অপর বা অন্য শ্রেণির শিক্ষার্থী, অন্য স্কুলের শিক্ষার্থী, অন্য গ্রামের বা মহল্লার মানুষ, অন্য লিংগ, অন্য জাতি, অন্য ধর্ম, অন্য বর্ণ এবং আমি মিলেই বাংলাদেশ। সবাই আমরা এক পরিবারের সদস্য। সবাইকে নিয়েই এই দেশে আমাকে বাঁচতে হবে, বড় হতে হবে, সুখি হতে হবে। শুধু তাই নয়, সারা দুনিয়ার সকল দেশের সকল মানুষ মিলেই আমাদের এই ধরণী সুখি, সুন্দর ও টেকসই করার মাধ্যমে আমাদের সকলকে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে হবে। সকলে মিলে ভালো থাকতে হবে। সকলে ভালো থাকলে আমিও ভালো থাকবো- এটা হবে আমাদের বেঁচে থাকার মূলমন্ত্র।

ডিসেম্বর, ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ